বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি
মযি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যৎ ততোঽন্যথা॥

এই শ্লোকে বিশুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন যে জ্ঞান-সাধন, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে আরও দেখা যায়—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ॥

যান্যন্যানি সর্ব্বাণি তত্র পুরুষার্থসাধনান্যুচ্যন্তে তন্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব। যথা—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥ ৯৭॥

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রমিত্যাদিন্যায়েন মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্ব্বথা তদ্বহির্ম্মুখানাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা স্কান্দে—বিষ্ণু-ভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবদিতি॥ তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ—ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি। ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি। বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গমাশাসতে যদি তু আশিষ ঈশ নান্যে॥ ইতি। অত উক্তং বৃহন্নারদীয়ে,—যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥ ১০।৮১॥ শ্রীদামবিপ্রঃ॥ ৯৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্য যে সমস্ত পুরুষার্থ-সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মূল—ভক্তি; অর্থাৎ ভক্তিবলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১০।৮১।19 শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে যে—স্বর্গে মুক্তিতে রসাতলে এবং ভূতলে পুরুষের যতকিছু সম্পত্তি আছে এবং যত প্রকারের সিদ্ধি আছে, শ্রীভগবানের চরণ-অর্চ্চনই তাহাদের সকলের মূল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চন বিনা ঐ সকল পুরুষার্থ বস্তু লাভ হইতে পারে না। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৯৭॥

কর্ম্মানুষ্ঠানে মন্ত্রগত ও সাধনগত বহু ত্রুটী উপস্থিত হয় (৮।২৩।২৬) বলিয়া এবং (১১।৫।২।৩) "মুখবাহূরুপাদেভ্য" এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণ কখনও স্বর্গাদি সুখ বা কোনপ্রকার পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে—বেশ্যাগণের ব্যভিচার যেমন কায়িকক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিহীন জনগণ যে সমস্ত বেদোক্ত কিম্বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের